তারিখ 9 MAY 2017
পৃষ্ঠা ১৪ ২

নিজেদের বাল্যবিবাহ নিজেরাই বন্ধ করছে

মুসলিমা জাহান ●

কিশোরী কনে অথবা তাদের সহপাঠী ও বন্ধুরা গত তিন মাসে অনেক বাল্যবিবাহ ঠেকিয়ে দিয়েছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের হারও বাড়ছে। এই কিশোরীরা এখন সমাজ আর প্রশাসনের অব্যাহত সমর্থন আর নিজেদের সুরক্ষা চাইছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ বিধানটি নিয়েও তারা চিন্তিত।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য বলছে, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে মোট ৬৩টি বাল্যবিবাহের আয়োজন করা হয়। তবে এর অর্ধেকেরও বেশি বিয়ে প্রতিরোধ করা হয়েছে। ঠেকানো যায়নি ২৭টি বিয়ে। সংগঠনটি ১৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবর এবং নিজস্ব অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এই হিসাব রাখে।

গত বছর মোট ১৭৭টি বাল্যবিবাহ হয়েছিল। তখনো পত্রপত্রিকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের বিচ্ছিন্ন ঘটনা উঠে আসে। সে সময় স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা বড় ছিল। তবে চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে প্রতিরোধের হার বাড়ায় মহিলা পরিষদ এর হিসাব রাখা শুরু করেছে।

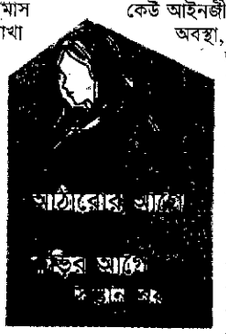

হিসাবে দেখা যাচ্ছে, মেয়েদের নিজেদের বাল্যবিবাহ বন্ধ করার হার বাড়ছে। ময়মনসিংহের ত্রিশালের মাদ্রাসাছাত্রী সোনিয়া আক্তার গত ৭ এপ্রিল নিজের বাল্যবিবাহ ঠেকিয়ে দেয়। এখন সে নিয়মিত ক্লাসও করছে। সপ্তম শ্রেণির এই ছাত্রী *প্রথম আলোকে* বলে, 'আমি পড়াশোনা শেষ করে আগে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই।'

প্রথম আলোতে গত এপ্রিল মাসে কনে নিজে বা সহপাঠীদের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ঠেকানোর ১০টি খবর এসেছে। এর মধ্যে ময়মনসিংহের নান্দাইলেই চারটি বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছে নান্দাইল পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের 'ঘাসফুল' সংগঠনের মেয়েরা। ঘাসফুলের সাতজন সদস্য অষ্টম ও নবম শ্রেণির ছাত্রী। আরেকটি করেছে ওই স্কুলের ফুটবল দলের মেয়েরা; তারা মূলত ঘাসফুল থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে দলের আরেক খেলোয়াড়ের বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছে। ঘাসফুল ২০১৬ সালেও একটি বাল্যবিবাহ ঠেকিয়েছিল। এমনকি বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে প্রশাসনেরও দ্বারস্থ হচ্ছে মেয়েরা। বরিশালের এমন এক ঘটনায় মেয়ের ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে তাকে শ্বশুরবাড়ি না পাঠাতে অভিভাবককে নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

সহপাঠীর বিয়ে বন্ধ করা ঘাসফুলের সদস্য সানজিদা ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলে, 'আমরা স্কুলে, স্কাউটসে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জেনেছি। এখন তার বাস্তবায়নে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম চালাচ্ছি। আইনের দিক থেকেও বাল্যবিবাহ অন্যায়। আর আমরা কোনো অবস্থাতেই শিশুর কোলে শিশু চাই না।'

এর আগে ২০১৬ সালে ঝালকাঠির কিশোরী শারমিন আক্তার দাদির সহায়তায় মায়ের বিরুদ্ধে মামলা করে নিজের বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছিল। এ বছর সে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের '২০১৭ ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ' পুরস্কার পেয়েছে। গত বছরই সহপাঠীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করায় স্থানীয় প্রশাসন সুনামগঞ্জের ধরমপাশা উপজেলার মধ্যনগর পাবলিক বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ২৭ ছাত্রীকে সম্মাননা দিয়েছিল।

স্কুলে এখন বাল্যবিবাহের কুফল, উত্ত্যক্তকরণ, প্রজননস্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতনতামূলক পাঠদান করা হয়। পাশাপাশি, সরকারি-বেসরকারি সংগঠনও বাল্যবিবাহ ঠেকাতে নানা সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসিমা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সারা দেশে আমাদের কিশোর-কিশোরী ক্লাব আছে; যার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মেয়েদের নিজেদেরই চেঞ্জ এজেন্ট বানানো, যাতে তারা নিজেরাই বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকসহ বিভিন্ন বিষয় অভিভাবককে বোঝাতে সক্ষম হয়।'

নাসিমা বেগম আরও বলেন, আইনের পাশাপাশি মেয়েদের আয়মূলক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুক্ত করা হচ্ছে, যাতে অভিভাবক মেয়েদের বোঝা নয়; সম্পদ ভেবে বাল্যবিবাহ দেওয়া বন্ধ করেন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরীর মতে, মেয়েরা নিজেরাই প্রতিবাদ করছে; কারণ তারা পড়াশোনা করতে চায়। ঘাসফুলের মেয়েদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'তাদের স্বপ্ন অনেক। তারা কেউ প্রকৌশলী, কেউ চিকিৎসক, কেউ আইনজীবী হতে চায়। কিন্তু তাদের পরিবারগুলোর যে অবস্থা, তাতে মনে হয় না বেশি দূর পড়াতে পারবে। এ জন্য শিক্ষা খাতে সরকারের বরাদ্দ আরও বাড়ানো উচিত।'

মেয়ের বাল্যবিবাহের আয়োজন করেছিলেন এমন এক বাবা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কম বয়সে মাইয়াগো বিয়া দেওন ভালো না; এইটা জানি। কিন্তু মাইয়া বড় হইলে সব সময় ভয়ে থাকি; কখন কী হয়। তার উপর লেহাপড়ার খরচও কম না। আর গরিব মাইনষের মাইয়া পইড়া হইবে কী।'

বিশিষ্টজনেরা বলছেন, খেয়াল রাখতে হবে, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা মেয়েরা যেন পরিবারে বা সমাজে কোনো ঝুঁকিতে না পড়ে। ঘাসফুল সংগঠনের সদস্য তুলি দেবনাথের মা নিপা দেবনাথ বলেন, '১৩ বছর বয়সে আমার মেয়ে অন্যের জীবন বাঁচাচ্ছে; বিষয়টি গর্বের ও ভালো লাগার। তবে যেসব পরিবারের বিয়ে বন্ধ হচ্ছে, তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে ভয়ও পাই।'

মেয়েদের নিজেদের প্রতিবাদ অন্যদেরও উৎসাহিত করবে। এমন মত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজের সহযোগী অধ্যাপক তানিয়া হকের। বললেন, 'সমাজ ও পরিবারকেও এই মেয়েদের পাশে দাঁড়াতে হবে।'

সরকার গত ১১ মার্চ বিশেষ বিধান রেখে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ পাস করেছে। বিশেষ বিধানের ১৯ ধারায় বিশেষ প্রেক্ষাপটে আদালতের নির্দেশে এবং অভিভাবকের সম্মতিতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ের সুযোগ থাকছে। দেশের মানবাধিকার কর্মী ও বেসরকারি সংস্থাগুলো এই ধারার বিষয়ে আপত্তি তুলেছে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি ও নারীপক্ষ এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেছে।

মহিলা আইনজীবী সমিতির নির্বাহী পরিচালক সালমা আলী বলেন, মেয়েরা প্রতিবাদী হলেও ইতিমধ্যে বিশেষ বিধানের সুযোগ নিয়ে কয়েকটি বিয়ে হয়েছে। এর অপব্যবহার আরও বাড়বে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় পাঁচ মেয়ের সঙ্গে কথা হয় আইনের বিশেষ বিধান নিয়ে। পাঁচজনের একজন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী লিজুয়ানা তাবাসসুম বলে, 'বিশেষ বিধানের এই ধারাকে আমরা গ্রহণ করব না। বাল্যবিবাহ দেখলেই প্রতিরোধ করব।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর